আজকের কাগজ

তারিখ 13 NOV. 1991 ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

43

বিশেষ অভিযান, জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নসহ

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধে ব্যাপক সরকারি উদ্যোগ গৃহীত হতে যাচ্ছে

সৈয়দ বোরহান কবীর : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সমস্ত শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস বন্ধের জন্যে সরকার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করছে। শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাস সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিতে এই উদ্যোগ প্রস্তাব আকারে উপস্থাপন করা হতে পারে। এই প্রস্তাবমালার মধ্যে রয়েছে শিক্ষাঙ্গনে চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের জন্যে বিশেষ অভিযান, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত অধ্যাদেশ, সংশোধন। সরকারের দায়িত্বশীল সূত্রগুলো জানিয়েছে, সরকারি নীতিনির্ধারক মহল এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছে। আলোচনায় শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাস সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তগুলো নেয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছে বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কমিটি যেন একটি সুনির্দিষ্ট কাজের ধারা পায় সে জন্যে সংসদীয় কমিটির সামনে এই প্রস্তাবগুলো বিবেচনার জন্যে উত্থাপন করা হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত ১০ নভেম্বর সংসদীয় কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা হয়েছে।

সরকারের দায়িত্বশীল সূত্রগুলো মতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংসদীয় কমিটিকে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের তালিকা তৈরি করে তাদের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করার সুপারিশ করবে বলে জানা গেছে। ঐ সূত্রে জানা গেছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মনে করে রাজনৈতিক চাপ না থাকলে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা সমস্যা নয়। এই বিশেষ অভিযান পরিচালনার আগে রাজনৈতিক দলগুলো সন্ত্রাসীদের পক্ষে অবস্থান নেবে না, এরকম একটি ঘোষণারও প্রস্তাব করা হয়েছে।

সরকারি সূত্র মতে, বিশেষ অভিযানের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের কার্যকর প্রতিরোধের জন্যে শিক্ষাঙ্গন সম্পর্কে একটি জাতীয় নীতিমালা তৈরির বিষয়টিও বিবেচনা করা হচ্ছে। সংসদীয় কমিটিকে এই জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নের জন্যে অনুরোধ করা হবে বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এই জাতীয় নীতিমালার ভিত্তিতেই শিক্ষাঙ্গনের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোকে একটি ঐকমত্যে আনার জন্যে সরকার চেষ্টা করবে বলে জানা গেছে। এই জাতীয় নীতিমালার মধ্যে প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সমন্বয়ে একটি 'পরিবেশ পরিষদ' গঠনের বিবেচনা করা হচ্ছে বলেও জানা গেছে।

এছাড়াও সরকার শিক্ষাঙ্গনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩-এর কিছু সংশোধন আনার পক্ষে মত রেখেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রধান বিরোধী দলগুলোর তীব্র আপত্তি রয়েছে। অবশ্য সরকার ও বিরোধীদল উভয়েই আশা করছে চলতি মাসের মধ্যেই সংসদীয় কমিটি তাদের কাজ শেষ করতে পারবে।